brac institute of governance & development

জানুয়ারি – মার্চ ২০২১ ■ সংখ্যা ১০ ■ ত্রৈমাসিক সংবাদ সংকলন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ওয়াচ

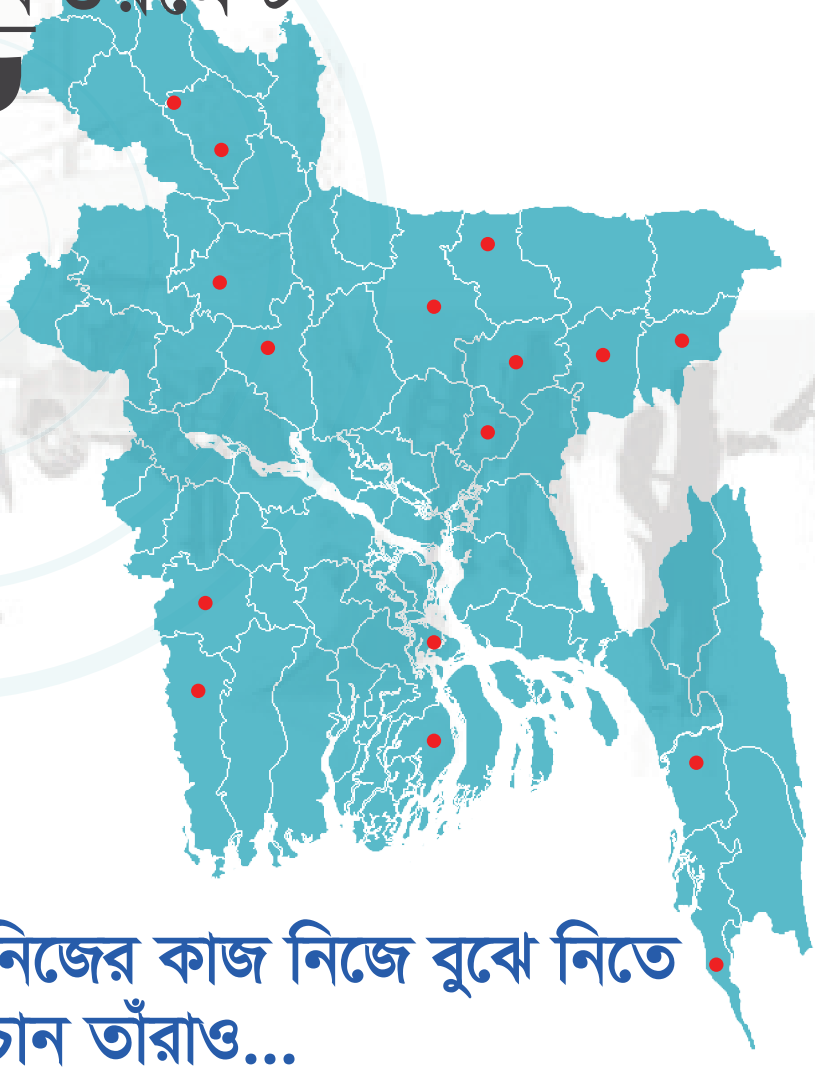

এক নজরে

০২ পিপিএসসি সাব কমিটির প্রথম সভা আয়োজিত

০৩ নাগরিকের সফলতার গল্প: নাগরিকের প্রচেষ্টায় সঠিক মানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার

০৩ বগুড়ায় ঢালাইয়ের কাজ বন্ধ করে দিলেন নাগরিকেরা

BIGD, Brac University
SK Centre, GP, JA/4, Mohakhali
Dhaka 1212

+88 02 5881 0306, 5881 0326
info@bigd.bracu.ac.bd
http://bigd.bracu.ac.bd

নিজের কাজ নিজে বুঝে নিতে চান তাঁরাও...

— ইভান ইকরাম

সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা চালু হোক প্রকল্প এলাকার বাইরেও। এমন চাইছেন চলমান ৪৮ উপজেলার বাইরের নাগরিকরাও।

"আরে এটাও সম্ভব নাকি! সত্যি যদি হয় তাহলে তো খুবই ভালো।" – বললেন ইমাম হোসেন। তিনি একজন ব্যবসায়ী, উপজেলা শহরে তাঁর একটি দোকান আছে। তবে শিক্ষিত এই তরুণ দেশকে ভালোবাসেন, খোঁজখবর রাখেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিটের (সিপিটিইউ) উদ্যোগে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) যে সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার

কাজটি বাস্তবায়ন করে চলেছে আলোচনা চলছিল সেটা নিয়েই। বন্ধুদের খুবই সহজ এবং চটুল আড্ডার মাঝে হঠাৎই উঠে এল সিরিয়াস এই আলোচনা। একটি ভালো উদ্যোগ যে স্বভাবতই প্রশংসার দাবীদার এবং স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে গ্রহণযোগ্য তার-ই প্রমাণ সম্ভবত এই আলোচনা।

যে ঘটনার কথা বলছি সেটি আমার ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা। তো, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় নিজের কাজ নিয়ে কথা বলতে বলতেই উঠেছিল সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি। ওদের বলছিলাম- বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৪৮টি উপজেলায় সরকারি ক্রয়কাজের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নাগরিকেরা বিভিন্নভাবে তদারকিতে সম্পৃক্ত হয়ে কাজের মান যাচাই করে দেখছে। এখন পর্যন্ত হওয়া গবেষণায় বিআইজিডি পেয়েছে, টেকসই উন্নয়নের জন্য কাজের মান বাড়াতেই হবে আর 'বিনা পয়সায়' কাজের মান বাড়াতে হলে, 'জনগণের টাকার' কাজে, 'জনগণের বাড়ির পাশের' কাজে আশপাশের মানুষকে কাজের মান যাচাইয়ে সম্পৃক্ত করার কোনো বিকল্প নেই।

বন্ধুদের আরও বলছিলাম, সরকারি কাজ তদারক যারা করছেন তাঁরা যে শুধু মৌখিক অভিযোগ জানাচ্ছেন তা-ই নয় বরং অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে অনেকেই ছবি কিংবা ভিডিও করে রাখছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিচ্ছেন এবং অভিযোগ জানানোর পর শেষ পর্যন্ত কী ব্যাবস্থা নেওয়া হচ্ছে, সেটার দিকেও তাঁরা খেয়াল রাখছেন। এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর হস্তক্ষেপে সে সব সমস্যার সমাধানও হয়েছে প্রায় শতভাগ।

এই সব কথার মাঝে নিঃশব্দে কখন যে এসে আড্ডায় যোগ দিয়েছেন মো. গোলাম রব্বানী, টের পাইনি। তিনি হঠাৎই বলে উঠলেন, "আমাদের পল্লী বিদ্যুতে এমন কিছু করা কি সম্ভব?" মো. গোলাম রব্বানী পেশায় একজন শিক্ষক, সমাজের বিদ্বজ্জন। একই সঙ্গে স্থানীয় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির একজন নীতিনির্ধারকও। আগ্রহ নিয়ে সরকারি কাজে নাগরিক সম্পৃক্ততার পুরো ধারণাটি জানলেন এবং উৎসাহী হয়ে উঠলেন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতেও বিষয়টি কিভাবে চালু করা যায় তা নিয়ে।

যে উপজেলা শহরের ঘটনা বলছি সেটি বিআইজিডি যে ৪৮ উপজেলায় নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার বাইরে। কিছু সাফল্যের দৃষ্টান্ত দেখে যে কীভাবে এই ধারণায় উৎসাহী হয়ে ওঠা যায়, তার প্রমাণ দেখেছি ওই উপজেলায়ই। আসলে বন্ধুদের আড্ডায় সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা নিয়ে এমন উৎসাহ দেখে স্বপ্রণোদিত হয়ে স্থানীয় কিছু মানুষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলাম। এর মধ্যে ছিলেন, স্কুল শিক্ষক, ওয়ার্ড কমিশনার, ঠিকাদার বা চায়ের দোকানে আড্ডারত সাধারণ মানুষ।

সরকারি কাজকে নিজের কাজ মনে করা এবং নিজের কাজ নিজে বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখেছি প্রায় সবক্ষেত্রেই। তবে বিপরীত যে একেবারে দেখিনি তা বলা মিথ্যাচার হবে। ১ জন ঠিকাদারের সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে, ব্যাপারটা তাঁর জন্য একটু বাড়তি ঝামেলাই বয়ে আনবে।

যা-ই হোক, মাত্র দুই বছরে নাগরিক সম্পৃক্ততার ধারণা যে জনমানুষের কাছে কতোটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে তা বলতেই এতো কথা। প্রকল্প এলাকার বাইরে থাকা মানুষও চাইছেন সরকারি কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে কি না তা নিজে যাচাই করতে। তাঁরা চাইছেন, প্রকল্পে যুক্ত হোক তাঁদের এলাকাও। আমার কানে বাজছে চায়ের দোকানে বসে সত্তর ছুঁইছুঁই বয়সী আবদুল মালেকের কথা, "আমার দেশের কাজ মানে আমার কাজ। আমার বাড়ির সামনে যে রাস্তা হবে, যে স্কুলে আমার নাতনী পড়তে যাবে সেটার কাজ ঠিকঠাক হয় কি-না তা আমিই দেখতে চাই!"

পিপিএসসি সাব কমিটির প্রথম সভা আয়োজিত

ডিজিটাইজিং ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং অ্যান্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট (ডিম্যাপ) এর আওতায় পাবলিক-প্রাইভেট স্টেকহোল্ডারস কমিটি (পিপিএসসি) এর সাবকমিটির প্রথম সভা আয়োজিত হয় ২৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে। চলমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় সভাটি ভার্চুয়ালি আয়োজন করা হয়। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) এর সহযোগিতায় আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমই বিভাগের সচিব ও পিপিএসসি সাব কমিটির আহবায়ক প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী। সাব কমিটির সদস্য সচিব ও সিপিটিইউ এর মহাপরিচালক মোহাম্মদ শোহেলের রহমান চৌধুরী এই সভা সঞ্চালনা করেন।

সভায় পিপিএসসির ত্রয়োদশ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয় এবং পরবর্তী পিপিএসসি সভার জন্য সম্ভাব্য আলোচ্যসূচী প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন এ কাজে সিপিটিইউ-এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিআইজিডির দলনেতা মির্জা হাসান ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা সেলিনা আজিজ।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমই বিভাগের সচিব ও পিপিএসসি সাব কমিটির আহবায়ক প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরেন। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি সরকারি ক্রয়ে আরও বেশি নাগরিকদের সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে জোর দেন।

সাব কমিটির সদস্য সচিব ও সিপিটিইউ এর মহাপরিচালক মোহাম্মদ শোহেলের রহমান চৌধুরী বলেন, "সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় প্রাইভেট সেক্টরকে যুক্ত করাই হলো পিপিএসসির উদ্দেশ্য। পিপিএসসির কাজে সহযোগিতা ও ত্বরান্বিত করা হলো পিপিএসসির সাব কমিটির কাজ।"

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী মো আব্দুস সবুর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব) মইন উদ্দিন, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খান মো. ফেরদাউসুর রহমান, বিজিটিএফ-এর আহ্বায়ক ও এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুস সাত্তার, এফবিসিসিআই-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহফুজুল হক, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. আহসান হাবিব, পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. আবু বক্কর সিদ্দিক, সিপিটিইউ এর পরিচালক মাসুদ আক্তার খান, ডিম্যাপ প্রকল্পের প্রিন্সিপ্যাল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট মোস্তা গাউসুল হক, সিনিয়র কমিউনিকেশন কনসালটেন্ট মো. শফিউল আলম ও বিআইজিডির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নাগরিকের সফলতার গল্প

নাগরিকের প্রচেষ্টায় সঠিক মানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলায় স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তরের কিশোরগঞ্জ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের পাঁচলগোটা বাসস্ট্যান্ড হতে জামষাইট উত্তরপাড়া চৌরাস্তা সড়কের নির্মাণ কাজ চলছে। আর সেটি পর্যবেক্ষণ করছেন সাধারণ নাগরিকেরা। রাস্তার কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে অভিযোগ ছিল নাগরিকদের। তাঁরা পর্যবেক্ষণে দেখেন, ঠিকাদার রাস্তার কাজে মানহীন তিন নাম্বার ইট ব্যবহার করছেন। এবং রাস্তার ঢালাইয়ের জন্য ব্যবহৃত খোয়ার পুরুত্ব কম।

নাগরিকেরা দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের কাছে অভিযোগ জানান। এবং ইঞ্জিনিয়ারের দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ঠিকাদারকে মানসম্মত ইট ও সঠিক পুরুত্বের খোয়া ব্যবহারের নির্দেশ দেন। ফলে ঠিকাদার কাজটি সঠিকভাবে করতে বাধ্য হন।

বগুড়ায় ঢালাইয়ের কাজ বন্ধ করে দিলেন নাগরিকেরা

বগুড়ার শাহজাহানপুর উপজেলার দাড়িগাছা ইসলামি উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছে। ঢালাইয়ের দিন সকালে সকল শ্রমিক বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে তৈরি হচ্ছিলেন। ঠিক ওই সময় এক জন সাধারণ নাগরিক ছাদে উঠে দেখেন বৈদুতিক লাইন সরবরাহের জন্য যে পাইপ লাগানো হয়েছে তা সঠিক নয়। এক ইঞ্চি পাইপ ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও ঠিকাদার সেখানে ব্যবহার করেছেন আধা ইঞ্চি পাইপ। এছাড়া বীমের টপবারে কোনো বাধাই ও নেই। এসব সমস্যা দেখে নাগরিক দলের সদস্যরা কাজ বন্ধ করে দেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীকে ফোন করে তাঁদের অভিযোগ দেন। প্রকৌশলী সরেজমিনে দেখে পাঁচটি সমস্যা চিহ্নিত করেন এবং সাইট ওয়ার্ক বুকে লিখে রাখেন। জেলা প্রকৌশলীর সঙ্গে আলোচনা করে ঢালাইয়ের কাজ বাতিল করেন, যার ফলে ঠিকাদারকে ষোল হাজার টাকা শ্রমিক বিল ডোনেশন দিতে হয়।

মাঠ পর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম: ত্রৈমাসিক অগ্রগতি কর্মকাণ্ড মার্চ ২০২১ পর্যন্ত

কর্মকাণ্ড	মার্চ ২০২১ পর্যন্ত
গ্রুপ তৈরি	২৩২
গ্রুপ প্রশিক্ষণ	২৩২
সাইট মিটিং	২৮৭
নাগরিকের মোট অভিযোগ	২৭৩
নাগরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপের অভিযোগের সমাধান	২৬৭

কক্সবাজারের রামুর খুনিয়াপালং-এ প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ডে দুষ্কৃতিদের ক্ষতিসাধন।

বুরুলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ প্রকল্পের খুঁটিনাটি নিয়ে আয়োজিত সভা

সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া ইউনিয়নে সিটিজেন মনিটর গ্রুপের ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন।

শেরপুর উপজেলায় প্রকল্পের সাইট ভিজিট ও সিটিজেন মনিটর গ্রুপের সাথে আলোচনা।

কক্সবাজারের রামু উপজেলার ধুলিরছড়া রাার উন্নয়নমূলক কাজে নাগরিকদের অভিযোগ যাচাইকরণ।

বুরুলী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন, গৌরিঘোনা, কেশবপুর।

সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে সালদাইড় ক্ষিদ্রগোপরেখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেজ ঢালাইয়ের কাজ পরিদর্শন।

ছনখলা-নোয়াপাড়া সড়কের উন্নয়নমুলক নির্মাণ কাজ, পিএমখালী ইউনিয়ন, কক্সবাজার সদর।

সম্পাদক: **সেলিনা আজিজ** | নির্বাহী সম্পাদক: **ইভান ইকরাম**
বিষয়বস্তু সম্পাদক: **ইনসিয়া খান** | পরিকল্পক: **মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক**